

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

22302 - এমন কছি নারী যাদরে সাথে কোন কোন অবস্থায় ববাহ বন্ধন জায়যে; আর কোন কোন অবস্থায় জায়যে নয়

প্রশ্ন

ইসলামে কি এমন কছি অবস্থা আছে যে, কছি অবস্থায় যে নারীর সাথে ববাহ জায়যে; আবার কছি কছি অবস্থায় একই নারীর সাথে ববাহ জায়যে নয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হ্যাঁ; এমন কছি অবস্থা রয়েছে। নীচে কছি উদাহরণ পশে করা হলো যাতো বিষয়টি পরিস্কার হয়:

১। ইদ্দত পালনরত নারীকে অন্য কোন পুরুষ বয়ি করা হারাম। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “এবং নরিদষিট কাল পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ববাহ বন্ধনরে সংকল্প করো না।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৩৫] এ বধিনরে গুচ রহস্য হলো সেই নারী গর্ভবতী হওয়া থেকে নরিপদ না হওয়া। যার ফলে একজনরে পানরি সাথে অন্যজনরে পানরি মশ্রিগ ঘটবে এবং বংশ পরচিয়ে জটলিতা তরৌ হবে।

২। ব্যভচারী নারীকে বয়ি করা; যদি তার ব্যভচাররে কথা জানতে পারে; যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই নারী তাওবা করে ও তার ইদ্দত শেষ হয়। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “এবং ব্যভচারিণী নারী— তাকে ব্যভচারী অথবা মুশরকি ছাড়া কটে বয়ি করে না। আর মুমনিদরে জন্য তা হারাম করা হয়েছে।”[সূরা নূর, আয়াত: ৩]

৩। যে পুরুষ তার স্ত্রীকে তনি তালাক্ব দিয়েছে সেই নারীর অন্যত্র সঠকিভাবে বয়ি হওয়া এবং ঐ স্বামী তার সাথে সহবাস করা ছাড়া তাকে বয়ি করা হারাম। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “তালাক্ব দুইবার... যদি তাকে তালাক্ব দিয়ে” অর্থাৎ তৃতীয় বার। তাহলে এরপর স্ত্রী আর এই স্বামীর জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য এক স্বামীকে বয়ি করে।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৩০]

৪। (হজ্জ-উমরার) ইহরামরত নারীকে বয়ি করা হারাম, যতক্ষণ না সে নারী ইহরাম থেকে হালাল হন।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

৫। দুই বোনকে একত্রে বয়ি করা। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “এবং দুই বোনকে একত্রিতি করা” [সূরা নসিা, আয়াত: ২৩] অনুরূপভাবে কোন নারী ও তার ফুফুক এবং কোন নারী ও তার খালাকে একত্রে বয়ি করা। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা কোন নারী ও তার ফুফুর মাঝে (বয়িরে ক্ষত্রে) একত্রিতি করবে না এবং কোন নারী ও তার খালার মধ্যে একত্রিতি করবে না” [সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বধিনারে হতে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “যদি তোমরা এটিকর তাহলে আত্মীয়তার সম্পর্কগুলোকে ছিন্ন করবে”। আত্মীয়তার সম্পর্কগুলো এ কারণে ছিন্ন হবে যহেতে সতীনদরে মাঝে ঈর্ষা থাকে। তাই যদি সতীনদরে একজন অন্যদরে রক্তরে সম্পর্করে আত্মীয়া হয়; তাদরে মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন ঘটবে। তবে যদি একজনকে তালাক্ব দিয়ে দেয়া হয় এবং তার ইদ্দত শেষে হয়ে যায় তখন তার বোন, ফুফু বা খালাকে বয়ি করা জায়যে; সেই অনষ্টিটি অটুট না থাকার কারণে।

৬। চারজনরে অধিক নারীকে একত্রে বয়ি করা। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “তাহলে (সাধারণ) নারীদের মধ্যে তোমাদের পছন্দ হয় এমন দুইজন, তনিজন কথিবা চারজনকে বয়ি কর।” [সূরা নসিা, আয়াত: ৩] এবং যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যারা ইসলাম গ্রহণ করছেলি এবং তাদরে চারজনরে অধিক স্ত্রী ছিলি তাদরেকে চারজন রেখে বাকীদেরকে তালাক্ব দিয়ে দেয়ার নরিদশে দিয়েছেলিনে।

আল্লাহুই সর্বজ্ঞঃ।